আল-মসিহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৬

(১)সাব্বাত পার হয়ে গেলে মগ্‌দলিনি মরিয়ম, হযরত ইয়াকুব আ.র মা মরিয়ম এবং সালোমি হযরত ইসা আ.-র দেহমোবারকে মাখানোর জন্য সুগন্ধিদ্রব্য কিনে আনলেন; (২)এবং সপ্তাহের প্রথম দিনের ফজরে সূর্য ওঠার সাথে সাথে কবরের কাছে এলেন। (৩)তারা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করছিলেন, "আমাদের হয়ে কবরের মুখ থেকে কে ওই পাথরটি সরিয়ে দেবে?"

(৪)এমন সময় তারা চেয়ে দেখলেন যে, পাথরটি সরানো হয়েছে- এটি ছিলো খুবই বড়ো। (৫)কবরের ভেতরে ঢুকে তারা দেখলেন, সাদা কাপড় পরা এক যুবক ডান দিকে বসে আছেন। এতে তারা খুব আশ্চর্য হলেন। (৬)তিনি তাদের বললেন, "আশ্চর্য হয়ো না; তোমরা তো খুঁজছো নাসরতের হযরত ইসা আ.কে, যাঁকে সলিবে দেয়া হয়েছিলো। তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন; তিনি এখানে নেই। দেখো, এখানেই তারা তাঁকে দাফন করেছিলো। (৭)কিন্তু তোমরা গিয়ে তাঁর হাওয়ারিদেরকে ও হযরত সাফওয়ান রা.কে একথা বলো যে, তিনি তোমাদের আগে গালিলে যাচ্ছেন; তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনই তোমরা তাঁকে সেখানে দেখতে পাবে।"

(৮)তখন তারা কবর থেকে বেরিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেলেন, কারণ তারা ভয়ে-বিস্ময়ে কাঁপছিলেন। তারা এতো ভয় পেয়েছিলেন যে, কাউকেই কিছু বললেন না।

(৯)সপ্তাহের প্রথম দিনে ভোরে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠার পর তিনি প্রথমে মংলিনি মারিয়াম কে দেখা দিলেন। এই মরিয়মের ভেতর থেকে তিনি সাতটি ভূত ছাড়িয়েছিলেন। (১০)তিনি গিয়ে যারা তাঁর সাথে থাকতেন, তাদেরকে খবর দিলেন। সে সময় তারা দুঃখ করছিলেন ও কাঁদছিলেন। (১১)কিন্তু তিনি জীবিত হয়েছেন ও তাকে দেখা দিয়েছেন, একথা তারা বিশ্বাস করলেন না।

(১২)অতঃপর তাদের মধ্যে দু'জন যখন হেঁটে গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি অন্যরকম চেহারায় তাদের দেখা দিলেন। তারা ফিরে গিয়ে বাকি সবাইকে সে-খবর দিলেন, (১৩)কিন্তু তাদেরকেও তারা বিশ্বাস করলেন না।

(১৪)এরপর সেই এগারোজন খেতে বসলে তিনি তাদের দেখা দিলেন। ইমানের অভার ও হৃদয়ের কঠিনতার জন্য তিনি তাদের তিরস্কার করলেন। কারণ তিনি জীবিত হয়ে উঠার পর যারা তাঁকে দেখেছিলেন, তাদের তারা বিশ্বাস করেননি।

(১৫)অতঃপর তিনি তাদের বললেন, "তোমরা দুনিয়ার সমস্ত জায়গায় যাও এবং সমস্ত সৃষ্টির কাছে ইঞ্জিল প্রচার করো। যে ইমান আনে এবং বায়াত গ্রহন করে, সে নাজাত পাবে, কিন্তু যে ইমান আনবে না নিশ্চয়ই সে জাহান্নামিদের অর্ন্তভুক্ত। ইমানদারদের মধ্যে এই চিহ্নগুলো দেখা যাবে- আমার নাতে তারা ভুত ছাড়াবে। তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে। তারা হাতেকরে সাপ তুলে ধরবে। যদি তারা ভীষণ বিষাক্ত কিছু খায়. তাতে তাদের কোনো ক্ষতি হবে না।"

(১৬)তাদের কাছে এসব কথা বলার পর হযরত ইসা আ. -কে বেহেস্তে তুলে নেয়া হলো। সেখানে তিনি আল্লাহর ডান পাশে বসলেন। অতঃপর তারা ফিরে গিয়ে সব জায়গায় ইঞ্জিল প্রচার করতে লাগলেন

এবং আল্লাহ তাদের মধ্য দিয়ে কাজ করতে ও তাদের আশ্চর্য কাজ দ্বারা কালামের সত্যতা প্রমান করতে থাকলেন।